Cycling to 64 Districts

2005/06

এঞ্জেলা, দীপু, সায়েদঃ যারা পৃথিবীকে ভালোবেসে নেমেছিলো রাস্তায়, গায়ে মেখেছিলো দেশের সব জেলার আলো-বাতাস, নিজ দেশেই হয়েছিলো যাযাবর

তিনটি আলাদা স্থানে থাকা, আলাদা পরিবারের, ভিন্ন ভিন্ন বয়সী তিনজন মানুষ। কিন্তু নির্দিষ্ট একটি শখের কারনে তারা একই সুতায় গেথে গিয়েছিলো। তাদের তিনজনেরই প্রিয় শখ ভ্রমন করা। অবশ্য এই ভ্রমনের পেছনেও এদের একেকজনের একেক কারন। আর তাদের কল্পনায়, তাদের ভ্রমণের বাহনও একেকরকম। কিন্তু যখন তিনজন গল্প করতে বসে তখন তারা আবিষ্কার করে তাদের তিনজনেরই খুব বেড়ানোর শখ। তারা তখনই ঠিক করে যে তারা এখন তাদের শখের পিছনে দলগতভাবে কাজ করবে। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের তিনজনেরই কোনপ্রকার সঙ্গতি ছিলো না বিশ্বভ্রমণের। কিন্তু তিনজনেই ছিলো তাদের লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাইসাইকেল চালাতে না পারা সায়েদ এর ইচ্ছে ছিলো হিচহাইকিং করার। আর বাইসাইকেল চালাতে পারতো বলে এঞ্জেলা আর দীপু বাইসাইকেল নিয়ে ভ্রমণের বিষয়ে একমত ছিলো।

তিনজনে শুরু করলো পরিকল্পনা। শুরু করলো যোগাযোগ ঢাকা সাইক্লিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জনাব আজহারুল ইসলাম মাসুম, বুয়েটের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান হেলালী স্যার, বিভিন্ন পত্রিকার জেলা-প্রতিনিধিদের প্রধান সম্পাদক এবং আরোও অনেকের সাথে। শুরু হলো তিনজনের টাকা জমানো, রুটম্যাপ ঠিক করা এবং অন্যান্য কাজ। এভাবে প্রায় দুই থেকে তিন বছর পরিশ্রম করার পরে তারা ভ্রমণের তারিখ ঠিক করলো ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ সাল। আগষ্ট মাসে দেশব্যপী বোমা বিস্ফোরণ হওয়াতে ১লা সেপ্টেম্বর দেখা করলো স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের সাথে। তিনি মৌখিক অনুমতি দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন এবং যে কোন বিপদে সরাসরি তার সাথে যোগাযোগের রাস্তা বলে দিলেন। তখনও বাইসাইকেল চালাতে না পারা সায়েদ বাইসাইকেল চালানো শেখা শুরু করলো স্থানীয় কিছু ছেলের মাধ্যমে। এদেরই একজন রানা সঙ্গী হবার আগ্রহ দেখালো দলটির সাথে ৬৪ জেলায় যেতে।

৭ই সেপ্টেম্বর বিকেলে মোহাম্মদ আলী বক্সিং স্টেডিয়াম থেকে অফিসিয়াল উদ্বোধন করলেন ইউনিসেফের শুভেচ্ছা দুত জাতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জোবেরা রহমান লিনু। পরেরদিন ৮ই সেপ্টেম্বর তারা চার ভ্রমণকারী এবং রানার তিনভাই পৌছুলো ঢাকা জিরো পয়েন্টে। তিন অতিথিকে বিদায় দিয়ে দলটি রওয়ানা হলো নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশ্যে। এক এক করে নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, মাদারীপুর শরীয়তপুর, মুন্সীগঞ্জ, চাঁদপুর, লক্ষীপুর হয়ে ৩৪তম জেলা নোয়াখালীতে আসলো। পরেরদিন থেকে রমজান মাস শুরু। এঞ্জেলার আম্মু মেয়েকে বললেন রমজান মাসে সাইকেল না চালিয়ে বাসায় ফিরতে। এঞ্জেলা ঢাকা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে, দিপু এবং রানাও চলে যাবে বলে জানালো।

তাই দলের হয়ে বাকী ভ্রমণ চালু রাখলো সায়েদ। নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার হয়ে বান্দরবান শহরে পৌছে গেল সায়েদ ঈদের দুইদিন আগে। বান্দরবন সার্কিট হাউজের গ্যারেজে প্রশাসনের জিম্মায় সাইকেলটা রেখে ঢাকা গেল ঈদের জন্য। কিন্তু পুরো সেপ্টেম্বর, অক্টোবর আর নভেম্বর জুড়েই সারাদেশে চলছিলো জেএমবি-র অরাজকতা এবং প্রশাসনের ধরপাকড়। তাই ঈদ শেষে বাড়তি কিছুদিন গ্যাপ দিয়ে, পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে ফিরলো সে বান্দরবন। সেখান থেকে যাত্রা শুরু।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

মানিকগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা

সার্কিট হাউজ মাদারীপুর

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

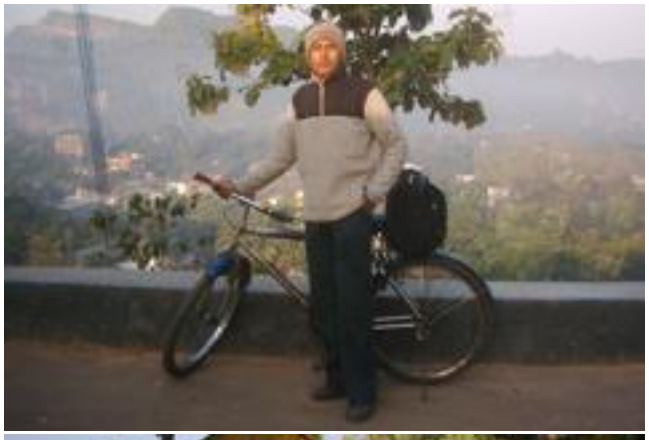

SOCIETY

MYMENSINGH J

গার্ডেন হাউস

চাঁপাই নবাবগঞ্জ

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নওগা, চাপাইনওয়াবগঞ্জ এবং রাজশাহী হয়ে পৌছে গেল ৬৪তম জেলা নাটোরে।

জেলা প্রশাসকের ভীষণ আপ্যায়ন, সম্মান আর স্থানীয়দের বিশাল উৎসাহ স্মৃতিতে গেথে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা শুরু করলো সে। সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর হয়ে অবশেষে ঢাকা জিরো পয়েন্ট। শুরুর স্থানে শেষ করে একটা ছবি নিয়ে ফিরলো সে বাসায়। কিন্ত তখন কানে বাজতেছিলো এঞ্জেলার প্রতিজ্ঞার কথা, "আজ হউক বা কাল, হয়তোবা এই বাকী ৩০ জেলা শেষ করবো আমি অথবা আবারও একটা ৬৪ জেলা ট্যুর দেবো।"

পর্যাপ্ত ছবি এবং সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টসাপেক্ষে বলা যায়, এটিই ছিলো সর্বপ্রথম বাইসাইকেলে বাংলাদেশের ৬৪ জেলা ঘুরে আসার ঘটনা। ভ্রমণ সম্পন্ন করে খন্দকার আহম্মেদ আলী বলেন, "এঞ্জেলার অভিভাবক যদি এঞ্জেলাকে ভ্রমণের মাঝখান থেকে ফিরিয়ে না নিতো। তাহলে এঞ্জেলাসহ এই দলের বাকী সব সদস্যই ৬৪ জেলা ভ্রমণ সম্পন্ন করতো অনায়াসে। যদি না কোন সড়ক দুর্ঘটনায় পড়তে না হতো। আমি নিজে যাদের সাথে চালিয়েছি, তাদেরকে আমি চিনি। আমি দেখেছি তাদের মনোবল, তাদের উৎসাহ, তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হৃদয়, এবং ভ্রমণের প্রতি তাদের আত্মত্যাগী মানসিকতা। আর তাই আমি বলতে পারি আমি আসলে একা কিছুই করিনি। আমি যা করেছি, তা দলের সবার হয়েই করেছি। আমি সাইক্লিং পারতাম না বরং ভয়ই পেতাম। শুধুমাত্র দলের সদস্যদের চাপে, সহযোগিতায় এবং আশ্বাসের কারনেই আজ আমি সাইক্লিষ্টস। তাই আমার এই অর্জন, আমার একার নয়।"

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি

ভোরের কাগজ

বর্ষ ১৫ সংখ্যা ৬৭ ■
ঢাকা সোমবার ১১ বৈশাখ ১৪১৩ ■
২৫ রবিউল আউয়াল ১৪২৭ ■
২৪ এপ্রিল ২০০৬ ■
১৬ পৃষ্ঠা ৮.০০ টাকা ■

খন্দকার আহমদ আলী সায়েদ

ঢাকা সাইক্লিং ক্লাবের তৃতীয় বাংলাদেশ ভ্রমণ শেষ হলো

ঢাকা সাইক্লিং ক্লাবের তৃতীয় বাংলাদেশ ভ্রমণ গত বছর ৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে একই স্থানে গত ১১ এপ্রিল শেষ হয়। ক্লাবের ৪ নবীন সদস্য অ্যাঞ্জেলা, দিলীপ, রানা ও সায়েদ দেশের ৬৪টি জেলা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়ে ৩৪টি জেলায় একসঙ্গে ভ্রমণ করেন। রমজান মাস শুরু হলে ক্লাবের নির্দেশে অ্যাঞ্জেলা, দিলীপ ও রানা ঢাকা ফিরে আসেন। তবে সাইক্লিস্ট সায়েদ অবশিষ্ট জেলাগুলো ভ্রমণ করেন। গত ১১ এপ্রিল বিকাল ৬.১৫ মিনিটে জিরো পয়েন্টে আসার মাধ্যমে তার ভ্রমণ সম্পূর্ণ করেন। বিজ্ঞপ্তি।

নগর-মহানগর

মানবজমিন

বৃহস্পতিবার
১৩ই এপ্রিল, ২০০৬
৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯
৩০শে চৈত্র, ১৪১২
১৪ই রবিউল আউয়াল, ১৪২৭
৬ টাকা

ইন্টারনেটে মানবজমিন www.manabzamin.net

সত্য প্রকাশে আপসহীন

১৬ মানবজমিন

শেষ হলো তৃতীয় বাংলাদেশ ভ্রমণ

গত ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকাস্থ জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু হয় ঢাকা সাইক্লিং ক্লাবের ৩য় বাংলাদেশ ভ্রমণ। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব জোবেরা রহমান লিনু। এতে অংশ নেয় ক্লাবের ৪ নবীন সদস্য অ্যাঞ্জেলা, দিলিপ, রানা ও সায়েদ। দেশের সবগুলো জেলায় সাইকেলে ভ্রমণের লক্ষ্যে তারা বের হয়। তাদের নির্ধারিত রুট ম্যাপ ছিল নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, যশোর, সাতকীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, মুন্সীগঞ্জ, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নওগা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর। প্রথম ৩৪তম জেলা নোয়াখালী থেকে ৩ সাইক্লিস্ট অ্যাঞ্জেলা, দিলিপ ও রানা ঢাকা ফিরে আসে ক্লাবের নির্দেশে (রমজান মাস শুরু হওয়ার কারণে)। কিন্তু সাইক্লিস্ট সায়েদ চালিয়ে যায় তার ভ্রমণ। যদিও তার এই ভ্রমণ রোজার ঈদ থেকে কোরবানির ঈদ পর্যন্ত স্থগিত ছিল, দেশের পরিস্থিতির কারণে। গত ৬ই এপ্রিল নাটোরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেনের সঙ্গে দেখা করার মাধ্যমে তিনি ৬৪তম জেলায় পদার্পণ করেন। এরপর ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়ে গত ১১ই এপ্রিল বিকাল ৬টা ১৫ মিনিটে জিরো পয়েন্টে আসার মাধ্যমে তার ভ্রমণ সম্পূর্ণ করেন। সম্পূর্ণ ভ্রমণটি ঢাকা থেকে পর্যবেক্ষণ করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আজহারুল ইসলাম মাসুম। প্রতিটি জেলায় তিনি দেখা করেন সাংবাদিক ও জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলেন ভ্রমণের স্লোগান 'সাইক্লিং পরিবেশ রক্ষা করে' নিয়ে। বিজ্ঞপ্তি

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

www.shamokal.com

ঢাকা রোববার
২৩ এপ্রিল ২০০৬
১০ বৈশাখ ১৪১৩
২৪ রবিউল আউয়াল ১৪২৭
রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪
বর্ষ ২ সংখ্যা ৪৪
পৃষ্ঠা ২০
মূল্য ৮ টাকা

আজ
কুঁড়ির পরে
পৃষ্ঠা-১১

'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও–আমি এই বাংলার পারে/রয়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে; ...' কবি জীবনানন্দ দাশের মতো রূপসী বাংলার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ওরা চারজন দ্বিচক্রযানে ঘুরে এসেছে সারা বাংলাদেশ। প্রিয় বন্ধুরা এসো এবার আমরাও এই দুরন্ত অভিযাত্রীদের আনন্দযাত্রার সঙ্গী হই...

'আমি এই বাংলার মায়াভরা পথে হেঁটেছি এতোটা দূর'

ছবি : সমকাল

বাংলার মুখ ওরা দেখিয়াছে...

আসাদুজ্জামান

This article was on a space of Six-columns width and much bigger than this print.

প্রথম আলো
২৮ জুলাই ২০০৭
১৩ শ্রাবণ ১৪১৪
সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন
৪০৯
ছুটির দিনে

ই ত্যা দি

সাইকেলে সারা বাংলাদেশ

২০০৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সকালে ঢাকার জিরো পয়েন্ট থেকে তিন সঙ্গীকে নিয়ে সাইকেলযাত্রা শুরু করেছিলেন খন্দকার আহমেদ আলী সায়েদ। টানা ৩৪ জেলা ভ্রমণ করে অ্যাঞ্জেলা, দিলীপ ও রানা ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সায়েদ শেষ করেছেন সাইকেলে দেশের ৬৪টি জেলায় ভ্রমণ। তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি শুনিয়েছেন এই ফটোফিচারে।

৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫, ঢাকার জিরো পয়েন্টে দাঁড়িয়ে দলের প্রথম ছবি। চোখে স্বপ্ন, মনে বিশ্বাস আর বুকভরা বাংলার প্রতি ভালোবাসা, এই ছিল সেদিন আমাদের সম্বল

মহালছড়ি থেকে সোজা খাগড়াছড়ির রাস্তায় আসতে আসতে দেখলাম জিরো পয়েন্ট। ছবি তুলে চারদিকে খোঁজ করলাম শহরের কোনো চিহ্ন। তা দেখলাম না, দেখলাম আরেকটা সাইনবোর্ড, যেখানে লেখা 'খাগড়াছড়ি ৬ কিলোমিটার দূরে'। পরে জানলাম, নিরাপত্তাজনিত কারণে জিরো পয়েন্টের অবস্থান পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে এই জেলায়। অর্থাৎ এই একটিমাত্র জেলায় আছে দুটি জিরো পয়েন্ট

ঠাকুরগাঁও জেলার শিংপাড়া গ্রামের ইমরানদের বাড়ির উঠোনে গিয়ে খুঁজে বের করেছিলাম উল্কা পতনের সেই স্থান

নান্দনিক সৌন্দর্যের জন্য নজর কাড়ে উত্তরা গণভবন

রংপুর চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছুক্ষণ হাঁটলেন তিন পায়ে

ছোট্ট একটা খাল। এপারে বাংলাদেশ, ওপারে ভ.রত। তাই সীমান্তরক্ষীদের অনুমতি ও সহায়তা নিয়ে খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার কাঁচাবাঙ্কার এলাকার এই ছবিটি তুলতে হয়েছে

সায়েদের সাইকেলে বাংলাদেশ

সায়েদের সাইকেল পথে নেমেছিল ২০০৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর। ৬৪ জেলা ঘুরে ঢাকায় ফিরে এসেছিল ২০০৬ সালের এপ্রিলের ১১ তারিখে। মাঝখানে দুই মাসের বিরতি দিতে হয়েছিল দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। শুরুতে তাঁরা ছিল চারজন– অ্যাঞ্জেলা, দীপু, রানা ও সায়েদ। কিন্তু ৩৪ জেলা শেষে অভিভাবকদের পীড়াপীড়িতে প্রথম তিনজনকে ফিরে-যেতে হয়েছিল। আর তাই সায়েদকে শেষ করতে হয়েছিল একা। সায়েদের পুরো নাম খন্দকার আহম্মদ আলী। জন্ম ও বড় হওয়া ঢাকায়। বই পড়ার নেশা তাঁর ছোটবেলা থেকেই। জুলভার্ন, এইচ জি ওয়েলস, মার্ক টোয়েনের লেখা পড়ে তাঁর ভ্রমণের আগ্রহ জাগে। বিশ্ব ঘুরে দেখার শখ হয়। ১৯৯৩ সালে ডিগ্রি পাস করেছেন। পেশায় তিনি ওয়েব ডেভেলপার। শিগগিরই দেশের সব থানা ও উপজেলায় সাইকেল চালাতে আবার পথে নামবেন। তাঁর ভ্রমণ দিয়ে সাজানো হলো এবারের অন্য কোনোখানে।

৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫ জিরো পয়েন্ট, ঢাকা

যেহেতু আমরা পরদিন খুব সকালে রওনা হবো, তাই ট্যুরের উদ্বোধন হয়েছিল আগের দিন বিকেলে, ঢাকা আউটার স্টেডিয়ামে। ঢাকা সাইক্লিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মাসুম ভাই, দেশবরেণ্য ক্রীড়াবিদ জোবেরা রহমান লিনু ছাড়াও সেখানে ছিলেন আরো অনেকে। ৮ সেপ্টেম্বর সকালে যখন ঢাকা জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু করি তখন আমাদের বিদায় জানাতে এসেছিলেন শুধু দুজন সিনিয়র ভাই। খুবই উত্তেজিত ছিলাম। সাইকেলে পুরো দেশ বেড়াব বলে কথা! অনেক দিনের স্বপ্ন, অনেক প্রস্তুতির পরে এল আজকের এই দিন। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল আনন্দ।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সার্কিট হাউস, পাবনা

পাবনা সার্কিট হাউজে এসে থামি ১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। যমুনা নামের পুরনো ভবনটিকে ভালো লেগে যায়। আগের তিন দিন অনেক বার বৃষ্টির ঝাপটা সইতে হয়েছে। তাই আমরা কমবেশি অসুস্থ ছিলাম। আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত রুমগুলোতে গিয়ে বিশ্রাম নিতে দেরি করিনি। আমাদের আন্তরিক সহায়তা দিয়েছে সার্কিট হাউজের কর্মচারীরা। পরদিন সকালে আশপাশ দেখতে বেরোই। সিঁড়ি দিয়ে নামলেই বড় ফুল বাগান আর হাতের বামে একটি নতুন ভবন। পদ্মা তার নাম। এই প্রথম কোনো সার্কিট হাউজে পুরাতন ভবনের সঙ্গে নতুন ভবন দেখলাম। ছবিতে অ্যাঞ্জেলাকে যমুনার সামনে দেখা যাচ্ছে।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ (দুপুর)
শালিকের কবর, খানজাহান আলী দরগা, বাগেরহাট

খুলনা জেলার পরে প্রবেশ করেছিলাম বাগেরহাট জেলায়। ঠিক করেছিলাম, যেভাবেই হোক বিখ্যাত ষাট গম্বুজ মসজিদ এবং এর প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানজাহান আলী (রহ.)-এর দরগা দেখব। সেমতো আমরা সকালে সার্কিট হাউস থেকে বের হয়ে প্রথমে যাই দরগা শরিফে। বিশাল এলাকা নিয়ে এই দরগা। দরগার সঙ্গেই বড় এক দিঘি। দিঘির ওই পাড়ে মাজারের খাদেমদের বাসস্থান। দরগার কাছেই যে জিনিসটি আমাদের বেশি কৌতূহলী করে, তা হচ্ছে চারটি ছোট কবর। সবই এক থেকে দেড় হাতের মধ্যে। এগুলো নাকি শালিকের কবর। খোঁজখবর করেও এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানতে পারলাম না।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ (বিকেল)
পরিত্যক্ত ফেরি ঘাট, পিরোজপুর

বাগেরহাট থেকে যাই পিরোজপুর। পথ ছিল সুন্দর আর সবুজে ভরা। মাঝে কয়েকটা সেতু পেরিয়েছি। প্রতিটি সেতুতে আমরা থেমেছিলাম আর নদী দেখেছিলাম। বলেশ্বর নদীর ওপর এমন একটি সেতুতে উঠে যখন চারদিক তাকাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি পানির মধ্যে কিছু একটা আধা-ডোবা অবস্থায় পড়ে আছে। ভালোভাবে খেয়াল করতেই বুঝলাম এটি একটি পরিত্যক্ত ফেরিঘাটের অংশ। ধীরে ধীরে ফেরিঘাটের মূল অংশটিও স্পষ্ট হলো। বুঝতে কষ্ট হলো না, জায়গাটি একসময় কোলাহলমুখর ছিল। ফেরিঘাট ঘিরে কত দোকানপাটই না গড়ে উঠেছিল! সেতু তৈরি হওয়ার পর সবই এখন ইতিহাস।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫
সাইকেল মেরামত, সিটি করপোরেশন মোড়, বরিশাল

ভোলা থেকে লঞ্চে বরিশাল ফিরলাম। আর ঘাটে নেমেই বুঝলাম আমার সাইকেল চলবে না। সকালেই সারাই করেছি, এখন দেখি হাওয়া নেই। দুই দিন ধরে এই ঝামেলা চলছে। দুই-এক ঘণ্টা পর পরই সাইকেলের হাওয়া থাকছে না। ঘাট থেকে একটু সামনে এসে এক সাইকেল মিস্ত্রিকে পেলাম। স্থানটি ছিল বরিশাল সিটি করপোরেশনের বিপরীতে। খারাপ লাগছিল এই ভেবে যে আমার জন্য দলের সবাই কষ্ট পাচ্ছে। আমাদের সাইকেল ও ভারী ব্যাগগুলো দেখে ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। তাদের অনেক কৌতূহল। সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করেছিল একদল স্কুল বালক। তাদের একটা প্রশ্ন ছিল, 'আমরা কিভাবে এমন ট্যুর শুরু করতে পারি?'

সায়েদের রোডম্যাপ

ঢাকা নারায়ণগঞ্জ নরসিংদী
কিশোরগঞ্জ গাজীপুর টাঙ্গাইল
সিরাজগঞ্জ পাবনা মানিকগঞ্জ
রাজবাড়ী কুষ্টিয়া মেহেরপুর
চুয়াডাঙ্গা ঝিনাইদহ মাগুরা
ফরিদপুর গোপালগঞ্জ নড়াইল
যশোর সাতক্ষীরা খুলনা
বাগেরহাট পিরোজপুর ঝালকাঠি
বরগুনা পটুয়াখালী ভোলা
বরিশাল মাদারীপুর শরীয়তপুর
মুন্সীগঞ্জ চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর
নোয়াখালী চট্টগ্রাম কক্সবাজার
বান্দরবান রাঙামাটি খাগড়াছড়ি
ফেনী কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া
হবিগঞ্জ মৌলভীবাজার সিলেট
সুনামগঞ্জ নেত্রকোনা ময়মনসিংহ
শেরপুর জামালপুর বগুড়া
গাইবান্ধা কুড়িগ্রাম লালমনিরহাট
রংপুর নীলফামারী পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁও দিনাজপুর জয়পুরহাট
নওগাঁ চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী
নাটোর

৩১ অক্টোবর ২০০৫ পাহাড়ি বৃষ্টি, বান্দরবান

৩৬তম জেলা কক্সবাজার শেষ করে রওনা দিলাম বান্দরবান জেলা সদরে। ৩৪তম জেলা নোয়াখালীতে সঙ্গীদের বিদায় দিয়েছি। তাই পথ চলেছি একা। চকরিয়া ডাকবাংলোয় রাত কাটিয়ে ফাসিয়াখালী মোড়ে রিংভং চেক পোস্ট দিয়ে সাইকেল উঠে এল পাহাড়ে। একটু অন্য রকম লাগছিল। সমতল আর পাহাড় তো ভিন্নই। পাহাড়ে সাইকেল চালাতে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি। উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হলো, যেকোনো সময় ভিজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। ব্যাপারটা এ রকম যে আপনি যখন সমুদ্র সমতল থেকে বেশ উঁচুতে থাকবেন তখন যেকোনো সময় আপনি মেঘের ভেতর বা মেঘ আপনার ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে। দুটোর যেটাই হোক না কেন, ফলাফল ছোটখাটো একটা বৃষ্টি। ফলে তিন পার্বত্য জেলায় যে কয়দিন ছিলাম, সারাটা সময়ে সাইকেলের পিছে রাখা ব্যাগটা আমাকে ঢেকে রাখতে হয়েছে পলিথিন দিয়ে।

২২ জানুয়ারি ২০০৬
সবজি হোটেল, রাজস্থলী, রাঙামাটি

বান্দরবান থেকে রাঙামাটির উদ্দেশে রওনা দিলাম এক সুন্দর সকালে। সাঙ্গু ব্রিজের ওপর দিয়ে রেডিও বান্দরবান অফিস পার হয়ে স্বর্ণ মন্দির দেখে নিই। তারপর নির্জন পাহাড়ি রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছিলাম ধীরে ধীরে। অনেকক্ষণ পাহাড়ি পথে চলার পর একটু সমতল পেলাম। তাতে একটা ছোটখাটো বাজার। বাজারে হোটেলও আছে। দুপুর হয়ে গিয়েছিল, তাই তারই একটায় খেতে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু মাছ-মাংস বা ডিম পাওয়া যাবে না জেনে বেরিয়ে এলাম। সবই সবজি হোটেল। অতঃপর একটায় বসে খেতে খেতে ভাবতে থাকলাম সবজির এই আধিপত্যের কারণ কী?

৩০ জানুয়ারি ২০০৬
চা বাগান, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ সার্কিট হাউস থেকে রওনা হলাম মৌলভীবাজার জেলার উদ্দেশে। খোয়াই সেতু পার হয়ে ঢুকে পড়লাম চায়ের রাজ্যে। ডান-বামে চা বাগান, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। এঁকেবেঁকে চলা রাস্তাগুলো খুবই সুন্দর। একটা মোড়ে এসে সুন্দরের টান এড়াতে পারলাম না। ভালো লেগে গেছে পথটাকে। সাইকেল থামিয়ে ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করলাম। ছবিটা তুলতে গিয়ে বেশ মজার অভিজ্ঞতা। এমনিতে তেমন গাড়ি চলাচল নেই, অথচ ক্যামেরা তাক করতেই কোত্থেকে যেন গাড়ি ঢুকে পড়ে। তবু হাল ছাড়িনি। একসময় জয়ী হই।

৯ মার্চ ২০০৬
সুজন ভাইয়ের জাদুঘর, লালমনিরহাট

মার্চের ৮ তারিখ সকালে কুড়িগ্রাম জেলা থেকে লালমনিরহাটের উদ্দেশে রওনা দিলাম। দূরত্ব বেশি না হওয়ায় তাড়াতাড়িই পৌঁছে গিয়েছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে দুপুরের দিকেই রওনা দেব রংপুরের উদ্দেশে। কিন্তু স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জানতে পারলাম সুজন ভাই সম্পর্কে। জানলাম, এই জেলার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুকে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে তিনি রক্ষা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। আর সেগুলো নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিজ বাড়িতে তৈরি করেছেন জেলার প্রথম জাদুঘর। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে চলে যেতে মন সায় দিল না। জানলাম, সন্ধ্যার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। তাই থেকে গেলাম। রাতে দেখা হয়েছিল সুজন ভাইয়ের সঙ্গে। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেছিলাম আমরা। পরদিন সকালে তাঁর বাড়ি গিয়ে সংগৃহীত জিনিসপত্র দেখে তবেই রওনা হয়েছিলাম রংপুর।

১৩ মার্চ ২০০৬
মুক্তিযুদ্ধ সামরিক যাদুঘর, রংপুর

রংপুর সার্কিট হাউস থেকে রওনা দিলাম নীলফামারী। কিছুদূর যেতে একটা সাইনবোর্ড, তাতে লেখা 'শাশ্বত বাংলা'। এটি একটি মুক্তিযুদ্ধ সামরিক জাদুঘর। তখন দিনের সবে শুরু, ঠিক করলাম জাদুঘরটা দেখব। পুরো জাদুঘরটি মুক্তিযুদ্ধে সেনাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র, ছবি ও দলিল দিয়ে সাজানো। এসব আমাকে মনে করিয়ে দিল মুক্তিযুদ্ধে আমাদের লড়াই-সংগ্রামের কথা। আরো মনে হলো, যদি এমন জাদুঘর দেশের প্রতিটি জেলায় গড়ে তোলা যেত, তাহলে খুব ভালো হতো।

৩ এপ্রিল ২০০৬ হাঁটা বন্ধুরা, নওগাঁ

আমি তখন পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায়। হঠাৎ এল একটা ফোন। ওপাশ থেকে রুবেল নামে এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। আমার ভ্রমণের রুট ম্যাপ সম্পর্কে জানতে চাইল। আরও জানায়, তারা তিন বন্ধু আমার মতোই বের হয়েছে পুরো দেশ ঘুরে দেখতে। তবে তারা সাইকেলে নয়, হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াবে ৬৪ জেলায়। আমিও তাদের রুট ম্যাপটা ভালো করে জেনে নিলাম এবং পথে কোথাও দেখা হবে–এই বলে ফোন রাখলাম। ইচ্ছে থাকল, যেভাবেই হোক ওদের সঙ্গে কোথাও না কোথাও দেখা করে নেব ভ্রমণ শেষের আগেই। আমার তখন আর মাত্র সাতটি জেলা বাকি। ইচ্ছা থাকলে যে উপায় হয় তার প্রমাণ মিলল। ওদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল জয়পুরহাটে। পরে আবার দেখা করলাম নওগাঁয়। এখানে আমরা একটা রাত কাটিয়েছি একই সার্কিট হাউসে। যতক্ষণ একসঙ্গে ছিলাম শুধু গল্পই করেছি। কে কোথায় কী দেখেছি, খাবার খেতে গিয়ে কী হয়েছিল, নদীটা কত সুন্দর ইত্যাদি অনেক গল্প। পরদিন সকালে আমাকে ডিসি অফিস যেতে হয়েছিল একটা কাজে। কাজ শেষে ফোনে জানলাম ওরা চাঁপাইনবাবগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। আমিও সে পথ ধরলাম। অনেকক্ষণ পরে দেখা পেলাম। ওদের সঙ্গে খানিকটা হাঁটলাম সাইকেল নিয়ে। একজন পথচারী পেয়ে তাকেই অনুরোধ করি আমাদের একটা ছবি তুলে দিতে।

৬ এপ্রিল ২০০৬ জিরো পয়েন্ট, নাটোর

৫ এপ্রিল রাতে পৌঁছাই নাটোর জেলায়। রাতটা কাটল সার্কিট হাউসে। সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রথমে খুঁজে বের করলাম জেলার জিরো পয়েন্ট। মাদ্রাসা মোড়ের কাছেই জিরো পয়েন্টটি। দিনের বাকি অংশ কাটল ডিসি অফিসে কিছু কাজকর্মে, জেলা প্রশাসক ইলিয়াস সাহেবের সৌজন্যে ঘুরে দেখি উত্তরা গণভবন। প্রাণ কম্পানির ফ্যাক্টরিও দেখেছিলাম আর নাটোরের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলাম। নাটোর ছিল আমার সাইকেল ভ্রমণের ৬৪তম জেলা। এর পরে সোজা ঢাকার উদ্দেশে রওনা। আসার সময় শুধু একটা কথাই মনে জেগেছে, আবার কবে শুরু করব এই রকম আরেকটি ভ্রমণ।

দৈনিক
ইত্তেফাক

Tuesday, 7 March, 2006 ঃ মূল্য ৮.০০ টাকা
মঙ্গলবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৪১২ঃ ৬ই সফর, ১৪২৭ হিজরি,

খেলার খবর

সাইকেলে দেশ ভ্রমণ

গাইবান্ধা সংবাদদাতা ॥ সাইকেলে বাংলাদেশ ভ্রমণের অঙ্গ হিসেবে সাইক্লিস্ট সায়েদ রবিবার বান্দরবান থেকে গাইবান্ধা পৌঁছে জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ৬৪ জেলার মধ্যে তিনি ইতিমধ্যে ৫১ জেলা ভ্রমণ করেন। গত বছর সেপ্টেম্বরে ঢাকা সাইক্লিং ক্লাব পক্ষে চার সাইক্লিস্ট যাত্রা শুরু করেন। ৩৪ জেলা ভ্রমণ শেষে অ্যাঞ্জেলা, দিলীপ ও রানা যাত্রা স্থগিত করেন। গাইবান্ধার পর সায়েদ পর্যায়ক্রমে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর ভ্রমণের মাধ্যমে ৬৪ জেলা সফর শেষ করবেন বলে স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান।

জনকণ্ঠ

ঢাকা : শুক্রবার
২৫ ভাদ্র ১৪১২ বাংলা
৪ শাবান ১৪২৬ হিজরী
৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ ইংরেজী
বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১৯৭
পৃষ্ঠা ২০ ॥ মূল্য ৮ টাকা
www.dailyjanakantha.com

খেলার খবর

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

পরিবেশ রক্ষায় সাইক্লিং

স্পোর্টস রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ ভ্রমণ ২০০৫-এর শ্লোগান 'সাইক্লিং পরিবেশ রক্ষা করে'। এই শ্লোগান নিয়ে এক দেশব্যাপী সাইকেল ভ্রমণে বেরুচ্ছেন সাইদ, দিলীপ, এ্যাঞ্জেলা ও রানা। বঙ্গবন্ধু ইনডোর স্টেডিয়ামে আজ শুক্রবার সকাল সাতটায় ভ্রমণের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশনের সভাপতি জোবেরা রহমান লিনু। ঢাকা থেকে তারা যাবে নারায়ণগঞ্জ। সেখান থেকে নরসিংদী। পর্যায়ক্রমে বাকি ৬১টি জেলা পরিভ্রমণ করবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ ৯

আমার দেশ
স বা র ক থা ব লে

সাময়িকীসহ আজকের পত্রিকা ২০ পৃষ্ঠা

ঢাকা, শুক্রবার
২১ এপ্রিল ২০০৬
৮ বৈশাখ ১৪১৩
২২ রবিউল আউয়াল ১৪২৭
রেজি. নং ডিএ-৩০৭২
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০৫
মূল্য ৬ টাকা
www.amardesh.net

রাজধানী ঢাকা ৩

সাইকেলে বাংলাদেশ ভ্রমণ

গত বছর ৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু হয় ঢাকা সাইক্লিং ক্লাবের ৩য় বাংলাদেশ ভ্রমণ এবং ১১ এপ্রিল শেষ হয় এই ভ্রমণ একই স্থানে। বিভিন্ন জেলায় তাদের তোলা সব ছবি আর ভ্রমণবৃত্তান্ত নিয়ে শিগগিরই প্রকাশ পাবে ওয়েবসাইট www.tourbangla.com ভ্রমণে অংশ নেয় ক্লাবের ৪ নবীন সদস্য অ্যাঞ্জেলা, দীলিপ, রানা ও সায়েদ। ৬৪টি জেলায় সাইকেলে ভ্রমণের লক্ষ্যে তারা বের হন। ৩৪তম জেলা ভ্রমণ শেষে নোয়াখালী থেকে ৩ সাইক্লিস্ট অ্যাঞ্জেলা, দীলিপ ও রানা ঢাকা ফিরে আসেন ক্লাবের নির্দেশে। কিন্তু সাইক্লিস্ট সায়েদ চালিয়ে যান তার ভ্রমণ। যদিও তার এই ভ্রমণ রোজার ঈদ থেকে কোরবানির ঈদ পর্যন্ত স্থগিত ছিল দেশের পরিস্থিতির কারণে। ৬ এপ্রিল নাটোরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেনের সঙ্গে দেখা করার মাধ্যমে তিনি ৬৪তম জেলায় পদার্পণ করেন। এরপর ৮ এপ্রিল ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়ে ১১ এপ্রিল বিকালে জিরো পয়েন্টে আসার মাধ্যমে তার ভ্রমণ সম্পন্ন করেন। প্রতিটি জেলায় তিনি দেখা করেন সাংবাদিক ও জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলেন ভ্রমণের শ্লোগান 'সাইক্লিং পরিবেশ রক্ষা করে' নিয়ে।
সাইক্লিস্ট সায়েদ বলেন, এই ভ্রমণে দেশের বিভিন্নস্তরের জনগণের কাছ থেকে তিনি যে অসম্ভব ভালোবাসা পেয়েছেন, তা তাকে দেশসেবার প্রতি আরো দায়িত্বশীল করে তুলেছে। এই ভ্রমণে তাকে সহায়তা করেছে ঢাকার তিন প্রতিষ্ঠান টেকনোবিডি, সর্দার কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং নূরজাহান নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। বিজ্ঞপ্তি

খাগড়াছড়িতে সাইক্লিস্ট সায়েদ

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ । বর্ষ ৭ সংখ্যা ১৩৭ । ২০ পৃষ্ঠা । ৮ টাকা । www.jugantor.com
ঢাকা বুধবার । ২১ জুন ২০০৬ । ৭ আষাঢ় ১৪১৩ । ২৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪২৭ হিজরি

সাইকেলে স্বদেশভ্রমণ
সাহসের ডায়েরি

অনেকদিন ধরেই ইচ্ছে ছিল কঠিন কিছু একটা করার, শুধু করা হয়ে উঠছিল না। যখন তিন বন্ধুর মুখে শুনলাম যে ওরা মানসিকভাবে প্রস্তুত আছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম বিশ্বভ্রমণ করতে পারি আর নাই পারি কমপক্ষে নিজের দেশটা ঘুরে দেখি। বাংলাদেশের জেলা ম্যাপ নিয়ে এমন একটি রুট ঠিক করলাম যেন কোন জেলার ওপর দিয়েই দুইবার যেতে না হয়। যদিও ফেনী আর চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে বাধ্য হয়েই দুইবার যেতে হবে। এরপর বন্ধুরা ঝটপট কিনে ফেলল একটা করে নতুন সাইকেল। বন্ধু ইকবালের বাসায় একটি সাইকেল পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। সেটাকেই জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করলাম ৬৪ জেলা ঘুরব বলে। আগে থেকেই পরিচয় ছিল 'ঢাকা সাইক্লিং ক্লাব'র সাধারণ সম্পাদক মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে। তার সঙ্গে ঠিক করলাম যে এটি হবে ক্লাবের '৩য় বাংলাদেশ ভ্রমণ।' শেষ মুহূর্তে রানাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল চারজনের একটি দল। প্রায় এক সপ্তাহ পিছিয়ে আমরা এই ভ্রমণ শুরু করলাম। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লিনু আপা উদ্বোধন করলেন এই ভ্রমণ, অবশ্য তার আগে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের দিলেন অনেক উপদেশ, সাহস আর আশ্বাস। আর এভাবেই শুরু হল আমাদের এক স্বপ্নের বাস্তবরূপ।
নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করব ভেবে যদিও বের হলাম তবুও শিগগিরই জানতে পেলাম যে আমাদের মতো ভ্রমণকারীদের বিনা ভাড়ায় ২/১ রাত থাকতে দিতে প্রস্তুত আছে যে কোন জেলা প্রশাসন। তাই বেশিরভাগ সময়ই আমাদের দলটি রাত কাটিয়েছে বিভিন্ন সার্কিট হাউসে আর উপজেলার ডাকবাংলোতে। আর খাওয়া-দাওয়ার বেলায় যখনি ক্ষুধা লেগেছে তখনি কাছের কোন হোটেলে ঢুকে পড়েছি। অনেক স্থানে জোর করে অনেকে বিল দিতে অস্বীকার করেছে ফলে খরচ সম্পর্কে যা ধারণা করা হয়েছিল, মূল খরচ হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম। চারজনের সঙ্গে ছিল নিজস্ব ব্যাগ, আর ব্যাগে ছিল ২/৪ সেট জামাকাপড়, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, ম্যাচ, মোমবাতি, ব্লেড, সুঁই, সুতা, ব্যান্ডেজ, কলম, নোটবুক, রেইনকোট, সাবান, শ্যাম্পু, ডিওডরেন্ট, দড়ি, প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধ এবং আরও টুকিটাকি জিনিসপত্র। তবে এগুলোর বাইরেও অনুষ্ঠানের ব্যানারে, ডিজিটাল ক্যামেরা, পেন ড্রাইভ, ক্যামেরা, ক্যাবল ইত্যাদি ছিল আমার ব্যাগে। দিলীপের ব্যাগে ছিল ওদের তিনজনের সাইকেলের যন্ত্রপাতি।
অ্যাঞ্জেলা, দিলীপ আর রানার সময় কাটছে বর্তমানে পড়ালেখা করে। আর ১১ এপ্রিল ঢাকায় ফিরে আসা সায়েদের এখন প্রচণ্ড ব্যস্ততা। বিভিন্ন পত্রিকার অফিসে দৌড়াদৌড়ি আর বাকি সময়ে এই বাংলাদেশ ভ্রমণের ছবি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তৈরি করছে এক ওয়েব সাইট www.tourbangla.com. খুব শিগগিরই ঘটা করে উদ্বোধন হবে এই ওয়েবসাইটের। অবশ্য বর্তমানে এই ওয়েবসাইট নিজের ৪৯টি ছবি ঝুলিয়ে রেখেছে সায়েদ।
একটি কাজ শেষ করা হচ্ছে তার চেয়ে বড় কাজ করার যোগ্যতা অর্জন এবং সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। আমরা এখন ভাবছি বিশ্বভ্রমণ নিয়ে। এ প্রসঙ্গে সায়েদের মন্তব্য হচ্ছে, 'এবারের ভ্রমণে প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব সাইকেল চালিয়েছি যা কিনা স্থলপথে প্রায় তুরস্কের সমান দূরত্ব। যদি প্রথমবারের চেষ্টাতেই এতখানি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারি, তবে দ্বিতীয়বার তো আরও কঠিন দূরত্ব অতিক্রম করতে পারব। হঠাৎ করেই ঘোষণা দেব বিশ্ব ভ্রমণের।' সারাদেশ ঘুরে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা বিশ্ববাসীকে দেয়ার মাধ্যমে যদি দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারি তবে সেই সুযোগ ছাড়ব কেন?' ভ্রমণশেষে যে বিষয়ে আমরা চারজনই একমত তা হচ্ছে, এই ভ্রমণ না করলে কোনওদিন জানতেও পারতাম না যে বাংলাদেশ নামের এই হতদরিদ্র দেশটি সত্যিকারে কত সুন্দর, কত সহজ আর কতটা রূপসী। ঢাকায় থেকে বাংলাদেশের যে রূপ অনুমান করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর এই সোনার বাংলা। আগে ভাবনা ছিল নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিন্তু বর্তমানে সেখানে ঘুরে-ফিরে আসে দেশের কথা। চিন্তা-চেতনা,

মানসিকতার এই ব্যাপক পরিবর্তন এই ভ্রমণের অর্জন। এই ভ্রমণে আমরা মিশে যেতে চেষ্টা করেছি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আপন হয়ে। আমাদের সঙ্গে সবাই কথা বলেছে মন খুলে। এখনও অনেক মানুষ বাংলাদেশকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে, হয়ে ওঠে আশাবাদী। হোক না এদেশ যতবারই দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন তবুও তারা ভালবাসতে শিখেছে এই দেশকে। আজ লাল-সবুজ পতাকা কেবল পতাকা দণ্ডেই নয়, এই পতাকা পতপত করে উড়ছে দেশের অসংখ্য মানুষের বুকে।
❑ ভ্রমণের ডায়েরি থেকে লিখেছেন : খন্দকার আহম্মদ আলী (সায়েদ)